ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/011

চারুশিল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে লিপিশিল্প : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সিদ্ধার্থ দে*

সারসংক্ষেপ : The aesthetic incorporation of text into visual art goes beyond mere representation, adding a dynamic dimension by interacting with various artistic mediums. The sensible use of text can elevate the aesthetic value of an artwork, rendering it not only visually appealing but also informative. It extends beyond graphic design, working diverse disciplines in fine arts. As an artistic element, text possesses a unique ability to generate aesthetic appeal while fostering effective communication with the viewers. This research explores the communicative and aesthetic functions of text within Bangladeshi art. By analysing the utilisation of text in a sample of seventeen artworks, the study aims to identify the diverse processes and techniques employed by Bangladeshi artists to achieve their artistic goals. The findings of the study reveal that text is a highly valued art form in Bangladesh, it is used in a wide variety of ways by Bangladeshi artists. The paper concludes by discussing the implications of the study findings for better understanding about text as an aesthetic object in Bangladesh. It shows that text is an integral part of art and it plays an important role in shaping the country's cultural identity.

* সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্যশব্দ : শিল্প, লিপি, লিপিশিল্প, চিত্রকলা, বাংলাদেশ

১. ভূমিকা

শিল্পীরা বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পের বিকাশে নানাবিধ ভূমিকা রেখেছেন। 'চারুশিল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে লিপিশিল্প : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' বিষয়টিও তা থেকে ভিন্ন নয়। লিপিশিল্প এমন এক সৃজনশীল শিল্প যার মাধ্যমে শিল্পী তার শিল্পকর্মে আবেগ, সৌন্দর্য এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারেন। লেখা এখানে কেবল অর্থবোধক শব্দ বা শব্দসমষ্টি থাকে না, বরং অক্ষরের রূপ, রং এবং নকশার মাধ্যমে তা শিল্পীর চিন্তাভাবনার গভীরতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং বিশেষ বার্তা প্রকাশ করে থাকে। এভাবেই লিপি থেকে লিপিশিল্প সৃষ্টি হয়। চারুশিল্পের সকল শাখায় লিপিশিল্প গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিপিশিল্প সম্পর্কিত এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের চারুশিল্পের অনুষঙ্গ হিসেবে লিপিশিল্পের বিকাশ, প্রভাব এবং এর বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা।

২. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় গুণী শিল্পীদের শিল্পকর্মগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে লিপিশিল্প সম্পর্কিত তথ্য অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। চারুশিল্পে লিপির গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে গুণগত পদ্ধতিতে বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্কাইভ, জাদুঘর, পাঠাগারসহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সুচিন্তিত মতামত থেকে এই গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিষয় সম্পর্কিত বই, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ওয়েবসাইট প্রভৃতি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় ১৭টি শিল্পকর্ম নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের শিল্পকর্মে লিপি ব্যবহারের রূপরেখা এই গবেষণার প্রধান উপজীব্য।

৩. শিল্প

সাধারণভাবে তাকেই শিল্প বলা হয় যার বিকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা চালিত নয় বরং একটি অভ্যন্তরীণ বোধ এবং কল্পনা প্রতিভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দ্বারা যা অনেক সময় অনুভব করা যায়। শিল্পের প্রকাশ আদি মানবসমাজেও ছিল।

শিল্প হলো শিল্পীর জীবনোপলব্ধি ও জীবন দর্শন। সৃষ্টি মাত্রই শিল্পীর সমগ্র জীবনচর্চার ফসল। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে চেনা যায়। অনুধাবন করা যায় শিল্পীর মানসিকতা, দৃষ্টিকোণ, রুচি ও সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং বিশেষ জীবনধারাকে (নির্মাল্য, ২০০০, পৃ. ১৬৪) ।

শিল্পের ভাষা সর্বজনীন। এটা পার্থিব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতিকে প্রকাশ করে। এর আবেদন মানুষের মনকে আন্দোলিত করে, জাগ্রত করে, কখনও উদ্বুদ্ধ করে নতুন চেতনায়। মানুষের সকল অনুভূতি প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো লেখা বা লিখন পদ্ধতি। আর কোনো শিল্পী যখন লেখাকে তার শিল্পকর্মের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন, তখন তার হাতের ছোঁয়ায় লেখাও নান্দনিক রূপ পেয়ে হয়ে ওঠে শিল্প।

৪. লিপিশিল্প

মনের ভাষা প্রকাশের মধ্যেই লিখন পদ্ধতি সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পীর হাতের স্পর্শে লেখাও হয়ে উঠেছে অনন্য এক শিল্প। এ শিল্পকেই লিপিশিল্প হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লিপিশিল্প হলো অক্ষর বা বর্ণকে নান্দনিকভাবে বিন্যাসের কলা-কৌশল, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের হরফ এবং হরফ পরিবারকে নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিল্পকর্মে ব্যবহারের মাধ্যমে নান্দনিক বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ করে তোলাই লিপিশিল্পের কাজ। চারুশিল্পীরা লিপিশিল্পকে তাদের শিল্পকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। লিপিশিল্প ব্যবহার করে তারা তাদের শিল্পকর্মে আবেগ, বৈচিত্র্যময় অর্থ ও গভীরতা প্রকাশ করে বিশেষত্ব সৃষ্টি করতে পারেন।

৫. লিপির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হরফ বা বর্ণকে সুন্দর করে লেখা, অলংকৃত রূপে উপস্থাপন করা, এমনকি নিজস্ব মর্যাদায় শিল্পকর্মে উন্নীত করার প্রমাণ মেলে প্রাচীন পুঁথি-পাণ্ডুলিপির যুগ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক প্রকাশনা শিল্পে। শিল্পীর সৃজনশীলতায় এটা নানাভাবে শিল্প হয়ে ওঠে। সৃজনশীল শিল্প কিংবা বাণিজ্যিক প্রকাশনা উভয় ক্ষেত্রেই লেখাকে নান্দনিক করে তুলেছেন শিল্পীরা (অশোক, ২০১৪, পৃ. ১৩)।

বাংলা টাইপোগ্রাফির সূত্রপাত হয় আঠারো শতকের শেষার্ধে। এর কারণ হলো, যেকোনো ভাষার হরফ যখন লেখা হয়, কিংবা খোদাই করা হয়, তখন হরফের অবয়ব সুনির্দিষ্ট রাখা জরুরি হয়। অর্থাৎ কোনো ভাষা ছাপতে গেলে অবশ্যই অক্ষরগুলো সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। টাইপোগ্রাফির সূত্রপাত ঠিক এখান থেকেই (শাওন, ২০০৭, পৃ. ১৯৮)।

এক সময় ক্যালিগ্রাফিকে পূর্বসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে বাংলা লিপিশিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা হরফের সৌন্দর্য প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে নির্দিষ্ট কলম ও কৌশলের ব্যবহারে লিখিত বাংলা হাতের লেখায়। চিত্রকর্মের পাশাপাশি প্রকাশনার বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন: বইয়ের প্রচ্ছদে, পোস্টারে, ব্যানারে, প্রশংসাপত্রে, ম্যুরালে, নিমন্ত্রণপত্রে, পত্রিকার নামাঙ্কনে ও অঙ্গশয্যায় কিংবা বিজ্ঞাপনে নানাভাবে লিপিশিল্পের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

আধুনিক টাইপোগ্রাফিতেও ক্যালিগ্রাফি ধাঁচের বর্ণমালা তৈরি করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে টাইপোগ্রাফিতে একটি ধ্রুপদি অবয়ব এবং ভাবগাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করা হয়। হাতে লিখে ক্যালিগ্রাফিক ধাঁচের টাইপোগ্রাফি নির্মাণে বাংলাদেশের যে সকল শিল্পী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী অগ্রগণ্য। এছাড়া কামরুল হাসান, হাশেম খান, রফিকুন নবী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, কাজী হাসান হাবীব, গোলাম সারোয়ার, আফজাল হোসেন, আনোয়ার ফারুক, মাসুক হেলাল, মাকসুদুর রহমান, ধ্রুব এষ, সব্যসাচী হাজরা প্রমুখ নিজস্ব ধরনের টাইপোগ্রাফি উদ্ভাবন করেছেন (শাওন, ২০০৭, পৃ. ২০০)। বিশেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় শিল্পী মানিক দে-র উদ্ভাবিত নানাবিধ টাইপোগ্রাফি বাংলাদেশের লিপিশিল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে, অর্থাৎ টাইপোগ্রাফি, ক্যালিগ্রাফি, লেটারিং সবকিছু মিলেই লিপিশিল্প। করণ কৌশলের ভিত্তিতে নামকরণগুলো ভিন্ন হলেও এক কথায় সবকিছুই লিপিশিল্পের অন্তর্গত।

৬. লিপিশিল্পের ব্যবহার

শুধু গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা প্রকাশনা শিল্প নয়, আধুনিক চিত্রকলার বিভিন্ন শাখায় লিপিশিল্পের নানাবিধ ব্যবহার শিল্পকে সহজবোধ্য করে। এর ব্যবহারে শিল্প হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহ্য, নান্দনিকতার আধার। বাংলা লিপিশিল্প ঐতিহাসিক চিত্রকর্ম, পোস্টার, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, কুটিরশিল্প, ধর্মীয় গ্রন্থ, সাহিত্যকর্ম, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে লোগো এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজে সর্বত্রই লিপিশিল্প ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে চারুশিল্পীরা কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে লিপিশিল্পের উৎকর্ষ সাধন করছেন।

প্রথিতযশা শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহর পেইন্টিংয়ে লিপিশিল্পের ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়া শিল্পী রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রি ও লিথোগ্রাফিতেও এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

৬.১. চিত্রকলায় লিপিশিল্প

বাংলাদেশের প্রথম সারির শিল্পীদের চিত্রকলাতে লিপিশিল্পের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, '৯০ এর গণ অভ্যুত্থান ইত্যাদি ইতিহাসনির্ভর ছবি আঁকতে শিল্পীরা লিপিশিল্পের ব্যবহার করে থাকেন, যাতে সহজেই ছবির প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা যায়। তাই দর্শকও ছবির বিষয়বস্তুকে সহজে বুঝতে পারে। ঐতিহাসিক পোস্টারগুলোকেও ছবির অংশ হিসেবে তুলে ধরেন অনেক শিল্পী। যেমন: শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া (চিত্র ১) এবং শিল্পী মুর্তজা বশীরের (চিত্র ২,৩) শিল্পকর্মে লিপির শৈল্পিক ব্যবহার করে ইতিহাসকে ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র ১ : অমর একুশে, শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, ১৯৮০
(সূত্র : সৈয়দ মনজুরুল ২০০৪, পৃ. ৬০।)

চিত্র ২ : কালেমা তৈয়বা, শিল্পী মুর্তজা বশীর, ২০০২
(সূত্র :হাসনাত, ২০০৪, পৃ. ৯৪।)

চিত্র ৩ : রক্তাক্ত ২১শে, শিল্পী মুর্তজা বশীর, ১৯৫২
(সূত্র : হাসনাত, ২০০৪, পৃ. ১০৬।)

শিল্পী হাশেম খান (চিত্র ৪, ৫) তার শিল্পকর্মে লিপিশিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে অক্ষরগুলো সুনির্দিষ্ট রেখেই এর ব্যবহার করে থাকেন। বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে যথাযথ রং, রেখা ও লিপিশিল্পের সাবলীল ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন।

চিত্র ৪ : শিল্পী হাশেম খান, ২০১১
(https://gallery21dhaka.wordpress.com/2013/04/19/gallery-21-opens-in-time-for-boishakh/#jp-carousel-17)

চিত্র ৫ : ৭ই মার্চ ১৯৭১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীপ্ত ঘোষণা, শিল্পী হাশেম খান, ১৯৯৯,
(সূত্রঃ মামুন. ২০০০, পৃ. ৯৫)

শিল্পী রশিদ চৌধুরীর (চিত্র ৬, ৭) শিল্পীত হাতের বুননেও আমরা লিপিশিল্পের ভিন্ন মাত্রা দেখতে পাই। ট্যাপেস্ট্রির প্রতিটি পরতে পরতে লিপি ব্যবহারের মাধ্যমেও যে শিল্প সৃষ্টি করা যায়, তার অন্যতম উদাহরণ তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। লিপিশিল্পের ব্যবহার তাঁর লিথোগ্রাফিকে করে তুলেছে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং দৃষ্টিনন্দন। এ যেন নান্দনিকতার এক অপরূপ সম্মিলন!

চিত্র ৬ : লিথোগ্রাফি, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, ১৯৭১
(সূত্র: মনসুর, ২০০৩, পৃ. ৬২।)

চিত্র ৭ : ট্যাপেস্ট্রি, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, ১৯৬৯
(https://www.facebook.com/artistrashidchoudhury/photos/a.782936988409620/1051058931597423/?type=3)

৬.২. ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় লিপিশিল্প

নাটক, চলচ্চিত্র বা বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিরোনাম ও পরিশেষে আকর্ষণীয় হরফে লেখা হয়ে থাকে, যাতে দর্শক অনুষ্ঠানটি দেখতে আগ্রহী হয় এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো জানার জন্য কৌতুহলী হয়। নামের বর্ণগুলোকে শিল্পী বিষয়বস্তুর আলোকে ছোটো-বড়ো, সোজা-বাঁকা, হালকা-গাঢ়, এমনকি দুমড়ে মুচড়ে নানাভাবে নানা রূপে উপস্থাপন করে থাকেন। যেমন: বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী মানিক দে কর্তৃক নির্মিত

লেটারিংগুলো (চিত্র ৮) লিপিশিল্পের অনন্য দৃষ্টান্ত। শিরোনাম ব্যতীত অন্যান্য তথ্যগুলো উপস্থাপনের জন্য সাধারণত সাদামাটা ধরনের লিখনশৈলী ব্যবহার করা হয় এবং এগুলোর আকারও অপেক্ষাকৃত ছোটো থাকে।

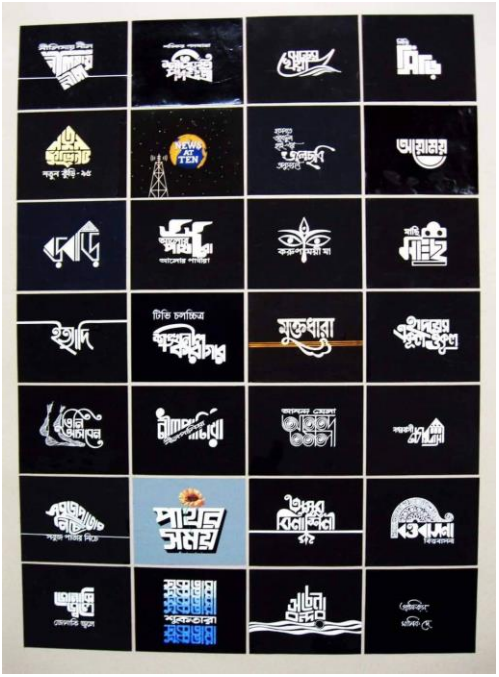

চিত্র ৮: বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী মানিক দে কর্তৃক নির্মিত লেটারিং

৬.৩. পোস্টারে লিপিশিল্প

নাটক, চলচ্চিত্র, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচার-প্রচারণার জন্য আমরা পোস্টারের ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। পোস্টারকে দৃষ্টিনন্দন, আকর্ষণীয় এবং নান্দনিক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও লিপিশিল্পের অনন্য ভূমিকা সর্বজনবিদিত, যেখানে বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে বর্ণগুলোকে বিন্যাস করে শৈল্পিক রূপদান করা হয়ে থাকে। মূলত পোস্টারে লিপির শৈল্পিক ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের সাথে বিষয়বস্তুর একটি মেলবন্ধন তৈরি করা হয়।

চিত্র ৯: ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়াকে নিয়ে আঁকা শিল্পী কামরুল হাসানের পোস্টার (https://www.prothomalo.com/special-supplement/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF)

চিত্র ১০ : চলচ্চিত্রের পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sutorang#/media/File:Sutorang.jpg)

৬.৪. ভাস্কর্যে লিপিশিল্প

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসির সড়ক দ্বীপে শিল্পী শামীম শিকদার 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন। ভাস্কর্যটি জুড়ে রয়েছে একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের খণ্ডচিত্র। চৌকো বেদির ওপর মূল ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। উপরে বামে আছে মুক্তিযোদ্ধা কৃষক আর ডানে অস্ত্র হাতে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা। মাঝখানে অস্ত্র হাতে নারী ও পুরুষ যোদ্ধারা উড়িয়েছে বিজয় নিশান। কিন্তু পতাকা ওড়ানোর জন্য বাঙালি যে রক্ত দিয়েছে, যে নির্যাতন সহ্য করেছে তা বেদির চারপাশে চিত্রায়িত। ভাস্কর্য বেদির বাম পাশে আছে ছাত্র-জনতার ওপর অত্যাচারের নির্মম প্রতিচ্ছবি। বেদি এবং মূল ভাস্কর্যের সংযোগস্থলে লিপিশিল্পের ব্যবহার ভাস্কর্যটির পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে। লিপিশিল্পের মাধ্যমে মূল ভাস্কর্যের সাথে বেদির সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে; ভাস্কর্যটি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী যা পরবর্তী প্রজন্মকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

চিত্র ১১ : স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, শিল্পী শামীম শিকদার টিএসসি সড়ক দ্বীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্র ১২ : স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, শিল্পী শামীম শিকদার টিএসসি সড়ক দ্বীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মরণে 'মোদের গরব' স্মৃতিস্তম্ভ বা মিনার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয়েছে। মেটালের মাধ্যমে ভাষা শহীদ আব্দুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার, শফিউর রহমান এবং আবুল বরকত এই পাঁচজনের আবক্ষ ভাস্কর্য বেদির উপর স্থাপন করা হয়েছে। পেছনে রয়েছে পরস্পর সংযুক্ত চারটি মিনার। মিনারগুলোর অবয়ব নান্দনিক টেরাকোটার মাধ্যমে অলংকৃত হয়েছে। যেখানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপজীব্য করা হয়েছে। মিনারের একপাশে বাঙালির ঐক্যবদ্ধভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপর পাশে সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষার অধিকার অর্জনের চিত্র ফুটে উঠেছে। বেদির নিচের অংশে এবং মিনারে বাংলা বর্ণের নান্দনিক ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি শিল্পী অখিল পাল ফুটিয়ে তুলেছেন। দর্শক সম্মুখে এক ঝলকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অভিব্যক্তি প্রকাশে বেদির নিচের অংশে এবং মিনারে লিপিশিল্প এবং বাংলা বর্ণের ব্যবহার স্মৃতিস্তম্ভকে করেছে শিশুদের জন্যও বোধগম্য।

চিত্র ১৩ : 'মোদের গরব' স্মৃতিস্তম্ভ বা মিনার, শিল্পী অখিল পাল, বাংলা একাডেমি

চিত্র ১৪ : 'মোদের গরব' স্মৃতিস্তম্ভ বা মিনার, শিল্পী অখিল পাল, বাংলা একাডেমি

স্থপতি চঞ্চল কর্মকারের নির্মিত 'রক্তধারা স্মৃতিসৌধ' হলো চাঁদপুর জেলায় মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে স্থাপনা বা স্মৃতিসৌধ। একাত্তরে মুক্তিকামী বাঙালিকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হতো এ বধ্যভূমিতে। রক্তধারা এক স্তম্ভ বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক ফর্ম। এতে ৩টি রক্তের ফোঁটার প্রতিকৃতি দিয়ে বোঝানো হয়েছে রক্তের ধারা। স্তম্ভের চারদিকে গোল ফর্মটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা, ভাগগুলো নদীর ঢেউ এর আদলে করা, যা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পদ্মা, মেঘনা আর ডাকাতিয়া নদীকে। ত্রিমাত্রিক স্তম্ভে লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পোস্টারের অবয়ব লিপিশিল্পের মাধ্যমে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া টেরাকোটার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতার ডাক লিপির মাধ্যমে আঁকা হয়েছে। হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের দৃশ্যেও ব্যবহার করা হয়েছে জাতীয় সংগীতের প্রথম দুই লাইন যা লিপিশিল্পতে প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণসহ মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির চিত্র আছে এতে।

এই স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে–
'নরপশুদের হিংস্র থাবায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে যাঁরা
এখানে ইতিহাস হয়ে আছে তাঁদের রক্তধারা
এ শুধুই স্মরণ নয়
নয় ঋণ পরিশোধ
এখানে অবনত শ্রদ্ধায়
নরপশুদের জানিও ঘৃণা আর ক্রোধ।'

চিত্র ১৫ : 'রক্তধারা স্মৃতিসৌধ',
স্থপতি চঞ্চল কর্মকার, চাঁদপুর

৬.৫. ম্যুরালে লিপিশিল্প

রাজধানীর তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরের পাশে বিজয় সরণি মোড়ে নির্মিত হয়েছে 'বিজয় সরণি ফোয়ারা'। ফোয়ারার দেয়ালে অঙ্কিত আছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও আমাদের বিজয়ের ইতিহাস। লাল-সবুজে এই ফোয়ারার নকশা করেন শিল্পী জি এম রাজ্জাক। ফোয়ারার চারপাশের ম্যুরাল নকশা করেন শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক। আর ম্যুরালের কাজ করেন তৎকালীন তরুণ ভাস্কর মুকুল মুকসুদ্দীন ও হিমাংশু। রাস্তার মোড়ে গোলাকার জলাশয়ের মাঝখানে পানির ওপর লাল-সবুজ দুটি দেয়াল। সবুজ দেয়ালের বৃত্তাকার খালি অংশ দিয়ে দেখা যায় লাল রঙের দেয়াল। দুই দেয়াল মিলে মনে হয় অসংখ্য জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত এই ফোয়ারাটি। তার ওপর সাতটি লাল স্তম্ভ ছিল যা ভেঙে সেখানে দেওয়া হয়েছে সবুজ বর্ডার। তার নিচে ম্যুরালের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাঙালির সংগ্রামের

ইতিহাস। তারই অংশ হিসেবে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা ব্যানার হাতে অকুতোভয় বাঙালির আন্দোলন। এখানে লিপিশিল্পের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

চিত্র ১৬ : 'বিজয় সরণি ফোয়ারা',
শিল্পী জি এম রাজ্জাক, বিজয় সরণি মোড়, ঢাকা

৬.৬. লোকশিল্পে লিপিশিল্প

নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, শীতল পাটি, পাখা, রুমাল, চটের পাপোশ, আসন, কুশন প্রভৃতি শিল্পকর্মে লিপিশিল্পের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এমনকি কাঠ, খড়, কাপড়, মাটি, ধাতু ইত্যাদি মাধ্যমেও লিপিশিল্প প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণত নারীরা তাদের অবসর সময়ে নিজের পছন্দের কোনো প্রবাদ, কবিতা, ছড়া, বিশেষ বাণী, শুভেচ্ছাবার্তা প্রভৃতি লিখে তা সুঁতোয় বুনে এসব লোকজ দ্রব্য তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতল পাটি বুননের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে ইউনেস্কো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে। বর্তমানে এসব দ্রব্যের বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে।

চিত্র ১৭ : নকশি পিঠা

চিত্র ১৮ : আসন বাংলার নকশি পিঠা

চিত্র ১৯ : সিলেট অঞ্চলের শীতল পাটি
(http://thebonggeek.blogspot.com/2018/06/blog-post_50.html)

৭. সার্বিক পর্যালোচনা

শিল্পের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের অনেক উপকরণ রয়েছে। তার মধ্যে লিপিশিল্প বিষয়টি অন্যতম, কারণ এতে রয়েছে ভাষা বা মনের ভাব প্রকাশের নিজস্ব গুণাবলি ও স্বকীয়তা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের চারুশিল্পীরা লিপিশিল্পকে তাদের শিল্পকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। লিপিশিল্প তাদের শিল্পকর্মকে আরও সমৃদ্ধ, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। তবে একাডেমিক লিপি চর্চার পরিধি আরও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্পকে সার্বজনীন বা বোধগম্য করতে লিপিশিল্প অনেক বেশি সহায়ক। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের কাছে শিল্প এখনও দুর্বোধ্য এবং তাদের সাথে শিল্পের দূরত্ব অনেক বেশি। শিল্পে লিপি চর্চার পরিধি বিস্তৃত হলে মানুষের নিকট শিল্পের আবেদন আরও বাড়বে। সর্বোপরি, শিল্প হয়ে উঠবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আনন্দদায়ক।

৮. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, চারুশিল্পের প্রায় সকল শাখায় লিপিশিল্প ব্যবহৃত হওয়ায় শিল্পের ভাষা হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত। শুধু লিপি যেমন শিল্প, তেমনি বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পী লিপিশিল্পের ব্যবহার করে শিল্পকর্মকে করে তোলেন নান্দনিকতার বিচারে অনন্য। ভাষার প্রতি মমত্ববোধ থেকে ভালবাসার প্রতীক হিসেবে লিপিশিল্প হয়ে উঠেছে শিল্পের অন্যতম অনুষঙ্গ। ভবিষ্যতে এর প্রায়োগিক মূল্য এবং তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পাবে।

সহায়কপঞ্জি

অশোক উপাধ্যায় [সম্পা.] (২০১৪)। 'অক্ষর শিল্প'। *চার্বাক*। কলকাতা।

শাওন, আকন্দ। (২০০৭)। 'গ্রাফিক ডিজাইন'। *চারু ও কারুকলা* [সম্পা. লালারুখ সেলিম]। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হাসনাত, আবদুল হাই। (২০০৪)। *মুর্তজা বশীর*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

নির্মাল্য, নাগ। (২০০০)। *শিল্প চেতনা*। দীপায়ন, কলকাতা।

মনসুর, আবুল। (২০০৩)। *রশিদ চৌধুরী*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ। (২০০৪)। *মোহাম্মদ কিবরিয়া*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মামুন, মুনতাসীর। (২০০০)। *হাশেম খান*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

লালারুখ সেলিম [সম্পা.] (২০০৭)। *চারু ও কারুকলা*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।